রত্নময়ী

গীতি কাব্য।

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

প্রণীত।

কলিকাতা।

এইচ, এম, মুকর্জ্জি এবং কোম্পানী

কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৪২ নং জিগ্‌জ্যাগ্ লেন্।

১৮৮১

গীতির ব্যক্তিগণ।

রত্নময়ী।	নায়িকা-উপদেবী।
মোহিনী।	অভ্র-বপুর স্ত্রী-উপদেবী।
মায়া।	নীল-তনুর স্ত্রী-উপদেবী।
নীলিমা। রঙ্গিণী। সুন্দরী।	উপদেবীগণ।
ফুল-কুল।	
মধু-প্রিয়। রঙ্গ-লাল।	বিনোদের বন্ধু।
বিনোদ-বিহারী।	নায়ক।
অভ্র-বপু। নীল-তনু। শান্ত-মতি।	উপদেবত্রয়।
কৌমুদী।	

রত্নময়ী

গীতি কাব্য।

প্রথম দৃশ্য।

হিরণ্ময় নামক উপবন।

কতিপয় উপদেবীর প্রবেশ।

রঙ্গিণী। (গোলাপের নিকট গমন করিয়া)

অনুরাগ-রাগে, ডগমগ মুখ,
গরবী গোলাপ, তোর ;
ভর্ ভর্ করি, তরুণ অন্তর
হরিছে পরাণ মোর।

গোলা। কোথা হ'তে এলে কহ, প্রিয়সখি,
শুনিতে বাসনা তাই ;—
পাকা ঠোঁট দুটি ঠেকা ঠেকি ক'রে,
ফাটেনাক যেন, ভাই।

রঙ্গিণী। অরুণ-কিরণে সাঁতারি হরষে
খেলিলাম বেলা গেলে ;
পালাইলে লাল, লাল হেরিবারে,
আইলাম হেথা চ'লে।

কোকিল। কুহু কুহু কুহু চায়না কেহই *
হেরিতে চিকণ কাল ;—
লাল, লাল, লাল ! লালই জিতিল,
লালই জগতের ভাল।

গোলা। কাল রূপে মোর হাড় জ্বালা করে,
লাল সে ভুলায় মন ;—

কোকিল। বাহিরেতে কাল, ভিতরে আমার
লালের আলো কেমন !
কুহু কুহু কুহু, কুহু কুহু কুহু
ঢেউইয়ে যায় বনে ;
দুলিয়া দুলিয়া কোম' ঢেউ গুলি
প্রবেশে প্রমদা-মনে।
কুহু কুহু কুহু ! যারে যারে কুহু
প্রেয়সীর পাশে সুখে ;—
বিলাসে গলিয়া, ননীয়া মুখানি
মিশারে মোহিনী-মুখে।

* পারস্য কবিতাতে গোলাপ কোকিলের প্রিয়া।

যূঁই। কৌমুদী সজনি, হাসি যে ধরেনা
অধরে তোমার আজি ;—
অই হাসি শুধু হেরিবার তরে
পরাণে বাঁচিয়ে আছি ;
অই হাসি, সখি, চুরি করে' আমি
বয়ান আপন মাজি।

কৌমুদী। ধরণীর তারা, আলোক বরণী,
শুঁখিয়া তোমার মুখ,
সফল জীবন হয়গো আমার,
দূরে যায় সব দুখ।
কেমন কবিতা ছড়াও, সজনি,
নিশাসি সমীর গায় !
শিরে, শিরে, শিরে, শিহরি আমিগো,
কানন-মোহিনী, তায়।

নীলিমা। (মল্লিকার কাছে গিয়া)
মল্লিকার বাসে, বরকন্যা হেরি,
মধুর বাসর ঘর ;—
মঙ্গল উথলে, সাঁতারে সাহানা,
মধুময় শশধর।

মায়া। আলিঙ্গন করে লতা কৃশোদরী,
হেলিয়া দুলিয়া সমীর-গায় :—

রসে সমীরণ থর থর তনু,
হরষে সাঁতারি সাঁতারি যায়।

(বিনোদ-বিহারী ইত্যাদির প্রবেশ ; ও
উপদেবীগণের ফুলে প্রবেশ।)

বিনোদ। আহা কি সুন্দর বন নিরখি নয়নে !
ললিত হরিত পাতা সুগোল মেলিয়া,
ঠেকা ঠেকি করি গায়, মঞ্জু কুঞ্জ-বনে।
পল্লবে পল্লবে কিবা আলিঙ্গিয়া কোম' !
ফুল-আলো বনস্থলে উজলে কেমন
চারিদিকে ! কীট অণু হরিত বরণ
বেড়ায় পাতার শিরে শিরে সুকুমার।
কিছার ইহার কাছে মখ্‌মল্‌ মস্‌নদ্‌
নবাবের ! উপরে নীলের ছাঁচ, মরি !
নয়ন-আকাশ বড় মিলিতে প্রয়াসী
নীল আকাশের সনে, আনন্দে মাতিয়া।

মধুপ্রিয়। মধু ! মধু ! মধু ! মজিতেছে মধু
কুসুম-কামিনী বুকে ;—
কেমন আমোদ, ঢালিতে কেবল
কোমল পিয়ালা মুখে !

রঙ্গলাল। শ্রম আছে বটে পিয়ালা ঢালিতে,
লোলুপ গালের মাঝে ;—

স্বীকার করিতে সে শ্রম প্রস্তুত
তবুও মানস আছে।

মধু। মধু! মধু! মধু! মন চায় মধু
ফলার করিতে আজি ;—

রঙ্গ। ফলার করিতে শ্রম আছে বটে ;—
তাতেও আছি হে রাজি।

বিনোদ। মধু! মধু! মধু! ফুল-মনে মধু
বাসনা করিতে পান ;—
বাসনা সমান হ'ত যদি বল,
তুষিতাম তবে প্রাণ।

রঙ্গ। বাস! বাস! বাস! বেড়াইছে বাস
অনিলের গলা ধ'রে ;—
টল্ টল্ ক'রে মাতালের মত
সমীর, সখার ভরে।

মধু। বাস! বাস! বাস! বাস-নেশা ভাল
বাসে হে আমার প্রাণ ;—
বেহুঁস মাতাল হইতে বাসনা ;
করে প্রাণ আনচান।

রঙ্গ। নাসার রসনা সজল আমার
সুরভি সন্দেশ পেয়ে ;—
একেবারে, ভাই, ফেলেছে সুবাস
রসনার ছাত ছে'য়ে।

* * *

রঙ্গ। সমীর শরীর পরষে হরষে,
রসে ভিজাইয়া তাপিত হৃদি ;
সুখে কলেবর বায়ু হ'য়ে যায়,
সুখের আজিকে নাহি অবধি।

বিনো। নীলিম গগণে গলিয়ে নয়ন,
চায় চাঁদিমার বদন পানে ;
কলপনা-পাখী মেলিয়া সে পাখা,
খেলা করে সুখে ছুটি বিমানে।

মধু। কাল ডালে বসি কোকিল ডাকে,
কুহু কুহু কুহু গলায় গলে :—
কাল অলি-কুল উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে,
গুণ ! গুণ ! গুণ ! মুখেতে বলে।

(যুবাদের নিদ্রা ; পুষ্প হইতে উপদেবীগণের উত্থান)

নীলিমা। সোনার স্বপন বিনোদের মনে,
আঁক দেখি, ভাই, দেখায়ে গুণ :—
কলপনা-কলা ঢালি প্রতিমায়
কর দেখি, ভাই, যুবায় ক্ষুণ।

মায়া। রাম-ধনু রঙ্ ছাঁকিয়ে, সজনি,
"রত্নময়ী"-মুর্ত্তি আঁকিব মনে ;—
চাঁদের চাহনী চুরি করে, সই,—
মাতাইব আমি যুবক জনে।

ঙ্গি। ফুলের দোলন থাকে যেন তায়,
কুসুম-সুরভি-সনে ;—
কোকিলের গান—মদনের বাণ—
হানে যেন যুবা মনে।

দৃশ্যের পতন।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বাসনা উপবন।

বিনোদ ইত্যাদি।

[illegible]ঙ্গ। অপূর্ব্ব স্বপন, সখা, শুনাও মোদের ;
বড় ইচ্ছা শুনিবারে উপজিছে মনে।

বিনো। কি কহিব, প্রিয়সখা, সে স্বপ্নের কথা ?
নিদ্রার নিবিড় পটে দেখিলাম আঁকা
মানস-মোহিনী মূর্ত্তি—বিশ্বের বিস্ময়।
রাম-ধনু-কান্তিময় বরণ রুচির ;—
যেন সুরবালা অমরায়, কিম্বা যথা শোভে
কৈলাশে কৈলাশ-ঊষা, উমা সুকুমারী,
কিম্বা যথা কবীন্দ্রের প্রাণের তনয়া—
কল্পনা-নন্দন-বনে সুবর্ণ-প্রতিমা।
কি আনন্দ হইল যে হেরিয়া তাহায়,
বর্ণিতে পারিনে তাহা বচনে কখন।
সে আনন্দ বাক্য-হীন—অবাক্ আনন্দ,
নূতন আনন্দ, সখা, মানস-ভুবনে ;—
নূতন চাঁদের হাসি—ফুলের ফুটন—
নূতন সমীর-সুধা—নূতন সুরভি,—

নূতন তানের গীত, শুধু মধু ভরা—
নূতন ভরসা—আশা—নূতন প্রণয়।

মধু। বটে, বটে, সখা! তারপর, তারপর!

বিনো। ঝুঁকিয়া আমার পরে কহিলা মোহিনী,
অনুরাগে বিকম্পিত তপ্ত ওষ্ঠাধরে,
"জান না আমারে, নাথ? তোমারই তরে
গ'ড়েছেন মোরে বিধি ;—এ জীবন ফুল
গাঁথা তব হৃদি বৃন্তে ; তুমিই আমার,
নয়নের তারা ; এই জীবন স্রোতের
স্নিগ্ধ সুধাময় ধারা"—উন্মাদ-সমান
আলিঙ্গিতে প্রসারিনু বাহুযুগ বেগে—
অমনি পালাল প্রিয়া, মারি বজ্র বুকে।

মধু। যা হবার নয়, সখা, বৃথা তার তরে
শোকতাপ! ভাঙ্গিলে হে সোণার স্বপন,
আর কি ফিরিয়া আসে মন-রঙ্গ-স্থলে?
কমলে জড়ান যথা দুষ্ট কাল ফণী,
সুখ-সনে দুখ ভবে জড়ান তেমতি।

বিনো। বৃথা ফুটিতেছে ফুল মঞ্জু কুঞ্জ বনে হে,
সমীরণে!
বৃথা ঢালিতেছে গীত প্রিয় পিকগণে হে,
এ কাননে।

(অভ্র-বপু ও নীল-তনু উপদেব দ্বয়ের সন্ন্যাসী বেশে গাইতে গাইতে প্রবেশ।)

ব্যোম ! ব্যোম ! ব্যোম ! ব্যোমকেশ-কেশ
ফুলিয়া ছুঁয়েছে গগন-গায় ;
ভীষণ ত্রিশূল করে ধরি ভোলা,
বৃষের বাহনে চলিয়া যায় !
চক্ষের পলকে কাঁপে বিশ্বখানি ;—
ব্যোম ! ব্যোম ! ভোলা চলিয়া যায়।

রঙ্গ। কোথা হতে আগমন, হে মহাপুরুষ,
তোমাদের, কহ তাহা কৃপা করি দাসে।

অভ্র। ভোলার ভঙ্গিমা ভুলায়েছে মন ;
ভোলার প্রসাদে সকল ভুলি,
ভ্রমি ভোলা-সনে, ভাব-ভোলা মনে,
লইয়া কাঁধেতে ভিক্ষার ঝুলি।

নীল। সংসার-আগুণ নিবায়ে ফেলেছি,
তপের তর্পণ করি ;
দুখ-কাল ফণী বিষদন্ত হারা,
মোদের মানস' পরি।

অভ্র। ভ্রমি দেশে দেশে, ভাবিয়া ভবেশে,
হরি অভাগার দুখের ভার ;—
মহেশ-প্রসাদে, যোগমায়া বশে,
আনিতে পারিগো সুখের সার।

রঙ্গ। মেঘের কোলেতে হাসে কিবা সৌদামিনী মেয়ে
গগনে গভীর মেঘ-জাল ফেলিয়াছে ছেয়ে।
ধবল বকের দল, উড়িতেছে মেঘ-গায় ;
চাতক তৃষার্ত্ত মুখে, আছে মেঘ পানে চেয়ে।

(অভ্র-বপু একখানি বৃহৎ আদর্শ
বিনোদের সম্মুখে ধরিলেন)

অভ্র। চেয়ে দেখ দেখি, কি পাও দেখিতে,
তক্ ত’কে তলে এর !

বিনো। একটি কমল দেখিতেছি ফোটা ;—
রক্তিম রাগে রূপের।

অভ্র। অই পদ্ম হ’তে, উঠি পদ্মযোনি
গড়িলা দেহ বিশ্বের।

অভ্র। চেয়ে দেখ দেখি—চেয়ে দেখ দেখি,
অই কামিনীর পানে ;—
চুলের চালেতে কেমন প্রতিমা
বিকাশে উষা-বয়ানে !

বিনো। (রত্নময়ীর মূর্ত্তি দেখিয়া,
অভ্রের পদতলে পড়িয়া)
বুঝিতে নারিনু এ মায়া তোমার ;—
কহ কৃপা করি দাসে।

নীল। মিলাইব তোমা যোগমায়া-বলে
মোহিনী তোমার পাশে।

বিনো। কি বলিলে, দেব, বল আরবার,
শুনেও বাঁচুক প্রাণ ;—
মরীচিকা হে'রে, তৃষার্ত্ত যেমন
পায় সে পরাণ-দান।

অভ্র। ভেবনা, বৎস, মিলাব—মিলাব
তোমায় মোহিনী ধনে।

বিনো। শুনি একি কথা !—স্বপ্ন সত্য, হায়,
হইবে কি এ ভুবনে ?

নীল। যোগের প্রভাবে, সকলি সম্ভবে,
অঘটন হয় ঘটন ভবে ;
প্রাণের বাসনা পূরাতে পারিগো,
বাসনার ধন দিয়া মানবে।

দৃশ্যের পতন।

তৃতীয় দৃশ্য।

হিরণ্ময় উপবন।

রত্নময়ী আদি উপদেবীগণ।

মোহিনী। সখি!

চারু চাঁদে, কুমুদ ফোটে,
জল আলো ক'রে;
চাঁদ-বদনে, চাঁদের পানে
চায় নিশি ভোরে।

রঙ্গিণী। তেম্নি করে ফুট্‌বে মোদের
রত্নময়ী বালা;—
প্রিয় চাঁদে, প্রেম রাতে,
পরবে প্রেমের মালা।

সুন্দরী। ওলো!

ভাদ্র মাসের ভরা নদী,
জলে কাণে কাণ,
ধায় বেগে সিন্ধু-মুখে,
ঢালিতে পরাণ।

মোহি। প্রেম-ভরা সখীর হিয়া,
শ্রীনাথের পাশে
প্রবল বেগে ধেয়ে যাবে,
মিলনের আশে।

রঙ্গি। ওলো সখি!

কি আনন্দ হবে সেই বিবাহের দিনে!
নাচিব, ছুটিব, ফিরিব, ঘুরিব,
পাগলের মত, খেলায় মাতি ;—
কতই তামাসা, পূরাইয়া আশা,
করিয়ে কাটাব মধুর রাতি!

রত্ন। বিবাহ আমার হয়ে গেছে, সই,
জাননা কি তাহা সবে?
বিবাহ আমার, প্রাণের সজনি,
হয়ে গেছে শেষ কবে!

রঙ্গি। রঙ্গ ছাড়্, রত্নময়ি!

রত্ন। শুন সখি!

তরুণ তপন রমণ আমার,
ঊষা সে সতিনী মোর ;—
সতিনী হলেও ঊষা সুহাসিনী-
সনে বাঁধা হৃদি-ডোর।

রঙ্গি। তার পর!

রেত্ন। চারু চাঁদ মোর রেতের দোসর,
সাধের নাগর মণি ;
কতই সোহাগে, হাসি মোর সনে,
কথা কন গুণ মণি !

মোহি। তার পর !

রত্ন। বসন্ত আমার শ্রীনাথ সুন্দর,
ফুল মালা গলে প'রে,
প্রণয়-সুরভি নিশ্বাসি বাতাসে,
লয় মন প্রাণ হ'রে।

রঙ্গি। তিনটি ত হল, তার পর !

রত্ন। কোকিল আমায় গলায়, গাইয়া,
মোহন ফাগুণ মাসে ;
পরাণ বল্লভ সে জন আমার,
সে ভাল আমারে বাসে।

নীলিমা। বলে

এক যুবতী শতেক পতি,
তাই যে দেখি তোর ;—
হাস্‌তে হাস্‌তে প্রাণ যে বেরোয়,
ভাগ-সোহাগি, মোর।

সুন্দরী। হেঁচ্‌ড়া হিচ্‌ড়ি এক জনে লয়ে,
করে না যেন সকলে ;

দে'খ, দে'খ, ভাই, থে'ক সাবধান ;
যেওনা একথা ভুলে।

মোহি। (রঙ্গিণীর প্রতি জনান্তিকে)
আকাশের গায় "বিনোদের" মূর্ত্তি,
আঁকিয়ে হরিব মন ;—
দেখিব, দেখিব, রত্নময়ী-হৃদি,—
হয় কিনা উচাটন।

(আকাশে মায়াবলে মোহিনী বিনোদের মূর্ত্তি আঁকিল।)

নীলি। একি ? একি ?
দেবের মূরতি, অপূর্ব্ব-বরণ,
আকাশ পটের পরি !
বরণ আভায়, মূর্ত্তি শোভা পায়,
নয়ন মোদের হরি !
আধ আধ হাসি, মাধুরী-প্রতিমা,
আহা মরি, মরি, মরি !
আধ আধ হাসি বেঁকিতেছে কিবা
সুঠাম ওষ্ঠের পরি !

সুন্দরী। ভাবে থর থর প্রতি রেণু অঙ্গে,
ভাবের প্রভাব বাহিরে গায় ;—
স্বর্গের আভাস, নয়নে বিকাশ,—
হেরিয়ে আনন্দ উথুলে যায়।

রত্ন। (স্বগত)

নীলিম অম্বর-পটে আঁকা কিও আশা ছবি ?
সর্ব্ব সুখ-বীজে ভরা যেন ও অপূর্ব্ব কবি ।
ভাব চন্দ্র তারাদল ফুটিল অনন্ত মনে,
ভাবের কিরণ কিবা ভাসায়েছে ত্রিভুবনে !
ও বিনোদ কলেবরে কি সুখ মিশাতে কায় !
মনে মন মিশাইতে বাসনা বহিয়ে যায় !
এক তনু এক মন অনুমাত্র ভিন্ন নাহি রবে ;
প্রণয় প্রকৃতি কাণে মধুমাখা কথাগুলি কবে ;
মেদিনী মুখেতে মধু ঝরিবেক নিশি দিন ভরে,

* * * *

দৃশ্যের পতন।

চতুর্থ দৃশ্য।

তরলানামক হ্রদের তটে চন্দ্রিকা উপবন।

উপদেব ও উপদেবীগণ।

নীল-তনু। পাতার মন্দির গম্ভীর উঠিয়া,
অল্প অন্ধকারে বিরাজে বনে ;
নীলাম্বর হ'তে তারকা-হীরক
ফাঁক দিয়া ফুটি, মোহিছে মনে ।
দেবের নয়ন চাহি আছে যেন
প্রফুল্ল প্রভায়, মোহন বনে।

অভ্র-বপু। সাঁজের ধুসর শরীরে মিশিয়া,
ধর্ম্ম-ধূপ-ধোঁয়া মেলিছে মৃদু ;—
প্রশান্ত সমীর ধীরে ধীরে ধীরে,
বিনোদ বিপিনে করিছে যাদু।

শান্ত-মতি। ফুলে যথা পড়ে শীতল শিশির,
চাঁদের শীতল হৃদয়-হ'তে ;
তপন-তাপিত হৃদয়ের পরে,
শান্তি বিন্দু মন্দে পড়ে তেমতে।

অভ্র। ধীরে ধীরে বনে গজাইছে ফুল,
ধীরে ধীরে পড়ে সুবর্ণ পাতা ;
অতি ধীর ধীর সমস্ত শরীর,
মানস-কুসুম যাহায় গাঁথা।
ধীরে ধীরে শূন্যে সাঁতারে পাখী ;
ধীরে ধীরে বহে ফুলের বাস ;
সুশীল সমীরে ধীরে ধীরে ধীরে
বহিছে কেমন নাসার শ্বাস !

(উপদেবীগণের প্রবেশ)

(সকলে সমস্বরে)

কি আনন্দ, মরি, আজি আমাদের কাননে !
মিলাইব রত্নময়ী বিনোদ-বিহারী-সনে !
কি সুখ মিলাতে প্রেমের মূরতি সুন্দর প্রেমিক জনে !

(বিনোদের প্রবেশ ও উপদেব উপদেবীগণের
অদৃশ্য হওন)

বিনো। সোণার স্বপন হারাইয়ে, হায়,
কাঁদিলাম নিশি দিন !
বৃথা আর ভবে জীবন-ধারণ—
জীবন সুখ-বিহীন।
তরলায় আজি বিসর্জ্জিয়া কায়,
নাশিব দুখের দিন।

ফুল-কুল !

কাঁদিতেছ মোর তরে শিশিরের ছলে কেন সবে ?

কাঁদিলে, অভাগা-দুখ ভূমণ্ডলে যায় ছাড়ি কবে ?

কেঁদোনা—কেঁদোনা আর ; ফেল মুছে নয়নের নীর ;—

কাঁদিবার তরে কিগো সৃষ্ট অই বদন রুচির ?

করুণা মাখান অশ্রু করুণা মাখান মুখে নিরখিয়ে,

অন্তরে পাই গো ব্যথা, যাই আপনার বেদনা ভুলিয়ে।

বসুমতি !

মলিন বসন পরি, কেন, মাত, আজি বিষাদিত ?

অভাগার তরে, মাগো, কেন ক্ষুণ্ণ অবসন্নচিত ?

পাখীগণ !

বিলাপ গলিছে কেন কোমল গলায় তোমাদের ?

মধু বন মাঝে কেন ধ্বনি শুনি ক্ষুণ্ণ মানসের ?

মধুপ !

মন দুখে গুণ ! গুণ ! কাঁদিতেছ দুখে অভাগার !

থাম ! থাম, প্রিয়সখা, ঢেলোনাক আর বিলাপের ধার

(বিনোদ তরঙ্গায় ঝাঁপ দিতেছেন, এমন সময়ে উপদেবী-
গণ জল হইতে উঠিয়া বেগে ধারণ)

বিনো। একি ! একি চমৎকার !

(অশ্রু-আঁখি ও নীল-তনুর প্রবেশ)

মায়া। (রত্নময়ীর কর ধারণ পূর্ব্বক বিনোদের প্রতি)
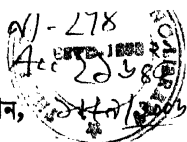
এই লও সেই সোণার স্বপন,

হিয়ার অমরা পূরী ;—

কোথায় এমন ভুবন মোহন

হেরেছ রূপ মাধুরী ?

অভ্র-বপু। মানসে ফুটিয়া অমল কমল

ফুটিল বিধির চক্ষে ;—

তেমনি তোমার সোণার স্বপন,

ফুটিল তব সমক্ষে।

বিনোদ। (প্রণাম করিয়া)

কৃতার্থ ! কৃতার্থ, দাস, ওপদ-প্রসাদে !

সশরীরে স্বর্গ-সুখ ভুঞ্জিলাম আজি।

মোহিনী। (বিনোদের কর ধারণ করিয়া, রত্নময়ীর প্রতি)

নীলের উপরে মায়াময় ছায়া

হেরিলে যাহার, সই ;

থর থর হৃদে সশরীরে তায়,

মন সুখে, মধুমই।

(উপদেবীগণ দম্পতীকে ফুলে বিভূষিত করিল)

মায়া। অই ! অই ! কিবা জলদের বেলা

উল্লঙ্ঘিয়া সুধাকর,

ভাসাইল জলে, তরু লতা দলে,

আহা কিবা মনোহর !

সুন্দরী। হাসি নিয়ে, হাসি দিল ফুল বালা,
হরিত পাতার পাশে ;—
চাঁদের কিরণ ধরিয়ে হৃদয়ে,
কেমন তরলা হাসে !

নীলিমা। আনন্দের জলে, ঢেউ গুলি দোলে,
নাচে উঠি উঠি, জোছানা মাখি—
হরিণী নয়ন-পলক ফেলেনা,
মোহিনী-মোহন-রূপ নিরখি।

রঙ্গিনী। কোকিল ঢালিছে কুতুহল জল,
নব দম্পতীর কোমল কাণে ;
তরলার জলে খেলিছে কেমন
সুরবালা-গণে উল্লাস-প্রাণে !

(উপদেবীগণের দম্পতীকে ঘিরিয়া নৃত্য করতঃ, মায়া-দৃশ্যের রচনা)

—

যবনিকাপতন।

উপহার।

—০৪০—

বিদ্যালয়ে সহাধ্যায়ী, কার্য্যক্ষেত্রে চিরসহচর, জীবনের প্রিয়তম সুহৃদ্ শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

ভাই,

মনে পড়ে—একদিন সন্ধ্যার সময় উভয়ে উভয়ের হাত ধরিয়া যখন সেই পতনোন্মুখ বন্ধুর উদ্দেশে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে এই হতভাগা স্বরাদলিত উচ্ছিন্ন-প্রায় দেশের জন্য দুঃখ করিতেছিলাম—মনে পড়ে, সেই সময় সেই সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে দেখিয়াছিলাম তোমার চক্ষে দুই বিন্দু জল। সে জলবিন্দু আমার পক্ষে বড়ই সুন্দর, পবিত্র ও অমূল্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল; অন্যে সে সকল কথা জানে না। সে সকল কথা কাহাকে বলিব—কে বুঝিবে? দেশের লোকের ব্যবহার দেখিলে হৃৎকম্প হয়, আশঙ্কা জন্মে, ভীত হই। ভীত হই বলিয়াই আজ সমাজের এই পাপ চিত্রটি লিখিলাম; জানি না কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি। আমার যাহা কিছু উদ্যম, যাহা কিছু প্রয়াস, এ কার্য্যক্ষেত্রে যাহা কিছু চেষ্টা তুমিই তাহার সহায়, তুমিই তাহার পরিপোষক। ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ সেই দিনকার সেই ঘটনাটি স্মরণ করিয়া এই সমান্য পুস্তকখানি আজ তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়া কৃতার্থতা লাভ করিলাম। ইতি—

দত্তপুকুর ২০ অগ্রহায়ণ ১২৮৮	তোমার চিরস্নেহাভিলাষী হরিদাস।